—কলিতে আশ্চর্য্য ঘটনা—

বাসর ঘরে সন্তান

ও

তিনটি হত্যাকাণ্ড

রচয়ীতা জনপ্রিয় বহু ছড়া
প্রণেতা—শ্রীমহাদেব সাহা
সাং—গঙ্গাধরপুর পোষ্ট—ফুলিয়া বয়ড়া
জিলা—নদীয়া

মূল্য—১০ নঃ পঃ

—: কবিতা আরম্ভ :—

কলির আজব লীলা আজব খেলা কি লিখিব ভাই,
না লিখিলে পরে মোর মনে শান্তি নাই।
আমি এমন করে ২ খবর ধরে লিখি নানা ছড়া,
যার মধ্যে আনন্দ আর পাবে হাসি ভরা।
জেলা নদীয়াতে ২ আছে তাতে নারায়ণপুর গ্রাম,
সেইখানেতে বসত করে হারাণ দত্ত নাম।
ছিল জমিদার ২ এখন তার জমিদারী নাই,
মোটা মুটি অবস্থাটি ভাল আছে ভাই।
তার একটি মেয়ে ২ বিয়ে নামেতে ভারতী,
দিনে দিনে বয়স তার বেড়ে গেছে অতি।
বয়স চব্বিশ হবে ২ জানবেন সবে একা একা ঘুরে,
যুবক কয়জন পুরুষ বন্ধু সঙ্গী দেখি করে।
কন্যাটি দেখতে ভাল ২ চাঁদের আলো পরমা সুন্দরী,
পুরুষ বন্ধুর সাথে বেড়ায় সদা ঘুরি।
যৌবনের উন্মাদনার ২ হায়রে হায় ঘটায় সর্ব্বনাশ,
আরতী গর্ভবতী শুনি সাত মাস।
একথা জানল যখন ২ পিতা তখন উন্মাদ সম হল,
মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি অস্থির হয়ে গেল।
তখন পাত্রের তরে ২ ঘুরে মরে খোজে দেশে দেশে,
খোজ পাইল ছেলে একটি পাথরঘাটায় এসে।

পাত্রের সন্ধান পাইল ২ ঠিক হইল মেয়ে দেখিবার,
ছেলের পিতা সঙ্গে সঙ্গে চলিল তাহার।
যারা দেখতে এল ২ তারা দেখল অন্য একটি মেয়ে,
মেয়ে দেখে মুগ্ধ হয়ে ঠিক করিল বিয়ে।
বাবুর প্রজা একটি ২ ভক্ত খাটি পরামানিক ছিল,
তার কন্যা দেখাইয়া কার্য্য স্থির করিল।
এবার পনাপন ২ মনামন সব ঠিক হল,
দশ দিন পরে বিয়ের দিন স্থির হইয়া গেল।
তখন ছেলে পক্ষ ২ অতি দক্ষ বলে একটি কথা,
আশীর্ব্বাদ করিয়া যাব আসিয়াছি যথা।
শুনে কন্যার পিতা ২ বলে তথা শুনেন দিয়া মন,
লজ্জা করে কি হইবে জানাই যে এখন।
মেয়েটির মাসিক ২ আপনাদের কাছে দিলাম বিবরণ,
বিয়ের দিনে আশীর্ব্বাদ করিবেন তখন।
তারা তাই শুনিয়া ২ যায় চলিয়া নিজেদের বাড়ী,
বাড়ী গিয়ে বিয়ের যোগাড় করল তাড়াতাড়ি।
করে নিমন্ত্রণ ২ নিজের স্বজন প্রতিবেশীগণে,
সকলেই নিমন্ত্রণ নিল হয়ে খুসী মনে।
এদিকে বিয়ের জোগাড় ২ একপ্রকার শেষ হয়ে গেল,
ক্রমে ক্রমে বিয়ের দিন আসিয়া পড়িল।

এইবার-মেয়ের পিতা ২ চিন্তার কথা কি করে উপায়,
বিয়ের সময় মেয়ে যদি ধরা পড়ে যায়।
তবে কি হইবে এই ভেবে ঘাবড়াইয়া গেল,
দিবা রাত্র চিন্তা করে উন্মাদ সম হল।
ডাকে প্রতিবেশী ২ সবে আসি যুক্তি স্থির করে,
সকলে অভয় সাহস দেখি দিল যে বাবুরে।
বর আসবার কালে ব দলে দলে সকলি আসিল,
বিয়ে না করিলে আমরা জোর করে করাব।
এ যে আজব কথা ২ শুনেন শ্রোতা করে যাই বর্ণন,
মেয়ের বাবা ঘটাল এক আশ্চর্য্য ঘটন।
এদিকে শুভরাতে ২ ধুমধামে বিয়ে হয়ে গেল,
দানের দ্রব্য দেখে জামাই ভুলিয়া রহিল।
এবার বাসর ঘরে ২ দুইজনাতে প্রবেশ করিল,
বাহির হতে দরজায় শিকল আটকাইয়া দিল।
তারপর দুইজনাতে ২ ভিতরেতে খেলিবে যখন খেলা,
মেয়ের পেটের ভিতর তখন করে উঠে জ্বালা।
ব্যথা সুরু হল ২ জ্ঞান হারাল অজ্ঞান হয়ে গেল,
কিছুক্ষণ পরে একটি সন্তান প্রসবিল।
জামাই ইহা দেখে মনের দুঃখে দরজায় ধাক্কা মারে,
দরজা খুলে দিতে তখন চিৎকার দেখি করে।

দিল দরজা খুলে ২ দলে দলে প্রতিবেশীগণ,
জামাইয়েরে বলে চিৎকার কর কি কারণ।
আমরা সবই জানি ২ তুমি যদি বাঁচতে চাও,
স্ত্রী বলিয়া তুমি ওকে গ্রহণ করে নাও।
শুনে এসব কথা ২ জামাই তথা স্বীকার করে নিল,
ভিতরেতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।
তারপর পত্র লিখে ২ অতি দুঃখে সর্ব্ব বিবরণ,
মনে ভাবে না রাখিব এমন জীবন।
তারপর সন্তানটিরে ২ হত্যা করে স্ত্রীকে করে শেষ,
নানা চিন্তায় দেখি তারে উন্মাদের বেশ।
তারপর ধুতি খুলে ২ নিজ গলে দিল দেখি ফাস,
কবি বলে একের তরে পরে তিনটি লাস।
রাত্র ভোর হইল ২ সবে এল জামাইয়ের ঘরে,
বাহির হতে দরজা খুলতে অনুরোধ করে।
কিন্তু সাড়া নেই ২ সবে তাই দরজা ভেঙ্গে দিল,
সকলে ছুটিয়া তখন ভিতরে ঢুকিল।
তারপর দৃশ্য দেখে অতি দুঃখে প্রতিবেশী জন,
কাণ্ড দেখে দুঃখ করে হয়ে বিষন্নিত মন।
আর মেয়ের পিতা ২ পেয়ে ব্যথা হায় হায় করে,
মেয়ের মায়ে কাঁদে লুটাই ভুমির উপরে।

গেল থানায় বার্ত্তা ২ বড় কর্ত্তা পুলিশ সঙ্গে নিয়া,
জমিদারের বাড়ী তখন আসিল ছুটিয়া।
তারপর তিনটি লাস ২ মনে ত্রাস মর্গে পাঠাইল,
ছেলের বাবার জবানবন্দী লিখিয়া লইল।
এবার জমিদারের ২ এরেষ্ট করে হাত কড়া দিয়া,
গ্রামের আর ছয়জনকে নিল যে বাঁধিয়া।
তারপর চালান দিল ২ বিচার চলল জজকোর্টে তাই,
অপরাধী সকলেই শুনতে তবু পাই।
সাক্ষী সাবুদ নিল ২ রায় দিল জজসাহেব তাই,
জুরির মতে বিচার করে অন্যায় কিছু নাই।
তিনটি হত্যার তরে ২ জমিদারেরে যাবজ্জীবন জেল,
কবি বলে ধর্ম্মের জানি এই রকমই খেল।
সাহায্য করার তরে ২ ছয়জনারে হুকুম দেখি দিল,
পাচ বছর করে জেল সকলের হইল।
এখন একটি কথা ২ বলি এথা শুনেন সবে ভাই,
আসল নকল দেখে নেবেন করিয়া যাচাই।
যদি না জানিয়া ২ না দেখিয়া করেন কভু বিয়ে,
এমনি সন্তান পাবেন কিন্তু বাড়ীর মধ্যে গিয়ে।
আর পিতাদেরে ২ এই বারে সাবধান করি,
উপযুক্ত কন্যাকে দিবেন নাক ছাড়ি।

বাউল সঙ্গীত

গোলেমালে ২ পিরিত করোনা

পিরিত কাঠালের আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না।

ছিল এক ব্রাহ্মণের ছেলে

সে যে বড়ই বিটকেলে

পিরিত করে ধোপারমেয়ে র প। ধুয়ে দিলে

পিরিতি জাতের বিচার করতে গেলে

মিলবে নাকো চাঁদের কণা।

পিরিতি জগডুমুরের ফুল,

সে যে আলোক লতার মুল,

ভাব না জেনে পিরিত করা জীবের পক্ষে ভুল।

যেমন চিটে গুড়ে পিপড়ে পড়লে চড়তে পারে না।

পিরিতি কোন সে গাছের ফল সে যে সুখাদ্য অটল,

কাঁচাতে মজিয়ে খেলে পাকাতে অম্বল।

পিরিত করে ভেসে গেল কচুরা আর টোপা পানা।

গোলেমালে ২ পিরিত করোনা

এক পিরিতে শিব শ্মশানবাসী,

আর এক পিরিতে নদের নিমাই হলেন সন্ন্যাসী।

ছিল গীত গোবিন্দ পদ্মাবতী—

ওসে তারাই কেবল কয়জনা,

গোলেমালে গোলেমালে পিরিত করোনা।

সুর – প্যারোডি

ললিতা গো ওকে আজ চলে যেতে বলনা ললিতা
ওকে আজ চলে যেতে বলনা।
ও ঘাটে জল আনিতে যাবনা যাবনা।
ও সখি অন্য ঘাটে চলনা।
ও ললিতা.....
দিবালোকে সে আমায় নাম ধরে ডাকে
কি দোষে দোষী করে সে সাধু সাজে
অসময়ে সময় কিছু কেন সে বোঝে না
আমি কি ওরই হাতের খেলনা।
যখনই বাজবে বাঁশী তখনই যেতে হবে
আমি কি ওর এমনিতর হাতের ফেলনা।
নিশি রাতে বাঁশী তার সিদ কাঠি হয়ে
চুপে চুপে ঘরে ঢুকে বাজে রোহে রোহে।

লোকগীতি

বুঝে সুঝে করবে বিয়ে ওগো দাদা ভাই,
নইলে করবে শেষে আত্মহত্যা তা বিনে তো উপায় নাই
বিয়ে করার আশায় পাগল অনেক জনা হয়,
বিয়ের শেষে সরিষার ফুল চোখে দেখতে পায়
শেষে চলতে নারে মাথা ঘোরে —
বলে দম ছেড়ে প্রাণ বাঁচাই।
বিয়ে করে যে সব বাবু নিজেকে দেয় ফাঁসে
মনহারিণীর মন যোগাতে সকল খোয়ায় শেষে,
শেষে গিন্নির হাতের খেয়ে ঝাটা,
আমরা ফলিডলে পেট ভরাই,
ও দাদা ফকির কিম্বা হই গোঁসাই।